DITSA ● ISSN 2394-1278
VOL. III ● OCTOBER 2020 A.D.
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা পত্রিকা

দিৎসা

বিশেষ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিষয়ক পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

শৈলী

ভূমিকা

পবিত্র সরকার

Scanned with OKEN Scanner

DITSA ■ ISSN 2394-1278
VOL. III ■ OCTOBER 2020 A.D
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা পত্রিকা

দি ৎ সা

বিশেষ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিষয়ক পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

শৈলী

ভূমিকা

পবিত্র সরকার

সম্পাদক

দীপায়ন প্রামাণিক

প্রণব নস্কর

Scanned with OKEN Scanner

D I T S A
Journal of Special Research Article
ISSN 2394-1278 DITSA (Print)
VOL. III ■ OCTOBER 2020 A.D

Mail to :
ditsa.gobardanga@gmail.com
+91 9732934631
+91 9088673408

Rs. 350/-

দিৎসা
বিশেষ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিষয়ক পত্রিকা
বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক
প্রণব নস্কর কর্তৃক সাপারায়পুর, সন্তোষপুর, মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৪২ থেকে প্রকাশিত

বর্ণ সংস্থাপন
রায় কম্পিউটার, বেলঘরিয়া, কলকাতা ৭০০০৫৬

মুদ্রণ
শরৎ ইমপ্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

প্রাপ্তিস্থান
কলকাতা
পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ বইপত্র, প্রজ্ঞাবিকাশ

বিনিময়
৩৫০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক পবিত্র সরকার ■ অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী ■ অধ্যাপক পিনাকেশ সরকার ■ অধ্যাপক ছন্দা রায় ■ অধ্যাপক সত্যবতী গিরি ■ অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ■ ড. সৌমিত্র শ্রীমানী ■ ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত ■ অধ্যাপক তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ■ অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ অধ্যাপক ঊর্মি রায়চৌধুরী ■ অধ্যাপক সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ■ অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর ■ অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম ■ অধ্যাপক তপন মণ্ডল ■ ড. শুভঙ্কর রায় ■ দেবব্রত চক্রবর্তী

সম্পাদক
দীপায়ন প্রামাণিক
প্রণব নস্কর

যোগাযোগ
গড়পাড়, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

e-mail : ditsa.gobardanga@gmail.com
+91 9732934631/+91 9088673408

Scanned with OKEN Scanner

দি ৎ সা
বিশেষ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিষয়ক পত্রিকা
ISSN 2394-1278 DITSA (Print)
VOL. III ■ OCTOBER 2020 A.D

সূচি

১. পবিত্র সরকার ১১
শৈলীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা
২. বরুণকুমার চক্রবর্তী ২৫
গীতিকার গঠন শৈলী
৩. সনৎকুমার নস্কর ৩৩
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রূপাঙ্গিক
৪. নীলাংশু অধিকারী ৭০
প্রসঙ্গ : বাংলার কীর্তনশৈলী
৫. তন্ময় বীর ৮১
বাংলা কবিতার শৈলীবিচার ও আন্তর্বয়ানিকতা
৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস ৯১
বাংলা কবিতায় মিল
৭. চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস ৯৯
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্বান
৮. লিলি হালদার ১০৪
শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য
৯. সমাপিকা ঘোষ ১১৪
শৈলীতত্ত্বের আঙিনায় চৈতন্যজীবনী সাহিত্য
১০. শুভঙ্কর রায় ১২১
প্রলেতারিয়ান মিথ : নাটক যখন ইশতেহার
১১. পিন্টু রায়চৌধুরী ১৩৭
বাংলা ফোরাম থিয়েটার : সংজ্ঞা ও সংরূপগত ধারণা
১২. অমল মোদক ১৪৯
রাজরক্ত নাটকের নির্মাণশৈলী
১৩. সুবর্ণা সিকদার ১৫৬
'আরণ্যক' উপন্যাসের আখ্যান শৈলী
১৪. অভিষেক রায়চৌধুরী ১৬৩
'দিবসের শেষে' : শৈলী বিচার

Scanned with OKEN Scanner

দিৎসা ০ বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০ খ্রি. [ISSN 2394-1278 DITSA] ১০৪-১১৩

শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য

লিলি হালদার*

বিশ শতকের প্রথম দশকে দুটি গ্রন্থের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রথমটি 'চর্যাগান' এবং দ্বিতীয়টি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। প্রথমটির আবিষ্কার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ, আর দ্বিতীয়টি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় যেহেতু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য, তাই এর আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির একটিমাত্র পুথিই বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ মহাশয় আবিষ্কার করেছিলেন বাঁকুড়ার বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গোয়ালঘর থেকে। এটিই এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একমাত্র পুথি।

পুথি পরিচয় কারোরই অজানা নয়, তবুও দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। মূলত তিনটি চরিত্র— রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি-এর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কাব্য এটি। লেখক বড়ু চণ্ডীদাস। যদিও চণ্ডীদাস বিতর্ক রয়েই গেছে। কাব্য মধ্যে প্রাপ্ত চিরকুটে নাম পাওয়া গেছে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। বসন্তরঞ্জন বাবুর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রি. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। খণ্ডসংখ্যা ১৩টি। শেষের খণ্ডটির নাম রাধাবিরহ। অংশটি খণ্ডিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে যুগবিভাগ করা হয়েছে তাতে আদি মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি। কোনো সাহিত্যরচনা বা সৃষ্টির ধারা কিছুটা অগ্রসর হলেই তবে তাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের কথা আসে। মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টারা কমবেশি তৎকালীন সাহিত্যকে সমালোচনা করলেও তাঁদের সমালোচনা অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী প্রথাসিদ্ধ সমালোচনা নয়। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমালোচকগণ এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে দেখলেন। দুজন সাহিত্য ইতিহাস রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন এবং দীনেশচন্দ্র সেন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যদিও নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা সাহিত্যবিচার করেননি, তবু বাংলা সাহিত্যের একটা ইতিহাস লেখার দায় তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচনা তেমনভাবে না করলেও পশ্চিমী সাহিত্যতত্ত্বের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা তিনিই করলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। আর তাই রচিত হল 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। আর একজন বিদগ্ধ সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'বৈষ্ণবপদাবলী' ও 'মঙ্গালকাব্য' বিষয়ে কিছু মতামত অবলম্বনে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তা যথাক্রমে রসবাদী সমালোচক এবং ইতিহাস সচেতন সমালোচক। বিশ

*গবেষিকা, বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

Scanned with OKEN Scanner